বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

জীবন বীমা টাওয়ার (১৫, ১৬, ১৭ ও ২১তম তলা), ১০ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সূত্র নং- বিএসইসি/মূখপাত্র (২য় খন্ড)/২০১১/২১৯৬ তারিখঃ ২২/১১/২০১৫ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আজ ২২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ সকাল ১০:৩০ টায় Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) এবং Securities and Exchange Board of India (SEBI) -এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, উপদেষ্টামন্ডলী, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী, ভারতীয় হাই কমিশনার, সংশ্লিষ্ট সচিববৃন্দসহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী, Bangladesh Securities and Exchange Commission এর চেয়ারম্যান ও Securities and Exchange Board of India (SEBI) -এর চেয়ারম্যান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে কমিশনের সকল কমিশনার, নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক ও উপ-পরিচালকগণ এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন Bangladesh Securities and Exchange Commission এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন এবং Securities and Exchange Board of India (SEBI) -এর চেয়ারম্যান জনাব U. K. Sinha।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে বলেন-

".....এই সমঝোতা স্মারক স্মাক্ষরের মাধ্যমে অর্থনীতির একটি অন্যতম সেক্টর- পুঁজিবাজারে দুই দেশের সহযোগিতা- ভারতের সঙ্গে আমাদের সার্বিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আরেকটি নতুন সংযোজন।

শিল্প ও অবকাঠামোসহ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির গতিধারাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের অন্যতম উৎস হিসেবে পুঁজিবাজারকে বিবেচনা করে। তাই একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দক্ষ, স্থিতিশীল ও শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়ে তোলার জন্য সরকার সচেষ্ট। পুঁজিবাজারের উন্নয়নে বিগত কয়েক বছরে সরকার নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।.....

.....বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে আরো উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য শীঘ্রই যা প্রয়োজন তা হলঃ

- পুঁজিবাজার সংক্রান্ত নতুন নতুন Product চালুকরণ;
- ডিজিটালাইজড ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট কোম্পানী প্রতিষ্ঠাকরণ; .....
- .....বিনিয়োগকারী তথা সমগ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে যুব সমাজের শেয়ার বাজার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফাইনানসিয়াল লিটেরেসি (Financial Literacy) প্রোগ্রাম চালুকরণ।

পাতা ১/৩

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮০-২-৯৫৬৮১০১-২, +৮৮০-২-৯৫৬১৫২৫, ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯৫৬৩৭২১, ই-মেইল : secbd@bdmail.net, ওয়েব : www.secbd.org, www.sec.gov.bd

.....আমি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে বিশেষ করে বিনিয়োগকারীর সচেতনতা বৃদ্ধি অর্থাৎ সর্বস্তরে ফাইনানসিয়াল লিটেরেসি (Financial Literacy) প্রোগ্রাম বিস্তৃত করার লক্ষ্যে SEBI -র অভিজ্ঞতার আলোকে এবং প্রয়োজনে তাঁদের সহায়তায় যুগপযোগী কার্যক্রম চালু করার জন্য বলব।

.....ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। আশা করি, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হবার আমাদের পরিকল্পনায় আমরা অবশ্যই কৃতকার্য হব।.....

.....পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে আহবান জানাবো- বিনিয়োগকারী ও দেশের স্বার্থে নিজেদের কর্মকান্ড অধিকতর সযত্নের সাথে পরিচালনা করুন- সরকারের সহযোগিতা আপনাদের জন্য অব্যাহত থাকবে।

পরিশেষে, দুই দেশের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে উভয় দেশের জনগণের কল্যাণে অর্থনীতি আরো বিকশিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হবে- এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।"

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে অন্যান্য বিষয়াবলীর মধ্যে বলেন-

"..... SEBI উপমহাদেশের অন্যতম পুরোনা পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান। স্বভাবতই পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে SEBI অত্যন্ত সুসংঘঠিত, পরিপূর্ণ, কার্যকরী এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, যা ভারতের মতো শক্তিশালী অর্থনীতি গঠনের ক্ষেত্রে এবং এর গতিশীলতা বৃদ্ধিতে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। .....

..... আজকে SEBI এর সাথে BSEC এর এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে BSEC এর সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে SEBI এর অভিজ্ঞতা ও কৌশলকে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে.....

.....বিগত কয়েক বছরে ক্রমাগত সংস্কার কার্যক্রম সম্পাদনের কারণে BSEC একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যে কারণে সরকারের পুঁজিবাজার নিয়ে নিয়মিত তদারকির প্রয়োজন হয় না।....."

উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর চেয়ারম্যান অন্যান্য বিষয়াবলীর মধ্যে বলেন-
"..... আজকের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি প্রমাণ করে সরকার পুঁজিবাজার উন্নয়নকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। SEBI এর মতো বৃহৎ অর্থনীতির নিয়ন্ত্রকের সাথে আজকের MoU স্বাক্ষর প্রমাণ করে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। এ সমঝোতা স্মারক বাংলাদেশের পুঁজিবাজার তথা অর্থনীতির আরও অগ্রগতির সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। আন্তর্জাতিক ফোরামসমূহে এবং বিভিন্ন পুনর্গঠনমূলক উদ্যোগে SEBI এবং BSEC -এর সহযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে। উভয় দেশের পুঁজিবাজারের অধিকতর উন্নয়নে এই সমঝোতা স্মারক মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে..... "

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮০-২-৯৫৬৮১০১-২, +৮৮০-২-৯৫৬১৫২৫, ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯৫৬৩৭২১, ই-মেইল : secbd@bdmail.net, ওয়েব : www.secbd.org, www.sec.gov.bd

উক্ত অনুষ্ঠানে SEBI এর চেয়ারম্যান জনাব U. K. Sinha অন্যান্য বিষয়াবলীর মধ্যে বলেন-

"..... SEBI ইতোমধ্যে SARRC অঞ্চলের পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলোর মধ্যে কার্যকরী যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। SEBI ও BSEC এর মধ্যে চলমান সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশ পুঁজিবাজারে বিগত কয়েক বছরে গৃহিত সংস্কার কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করছি। এই সমঝোতা স্মারক এর মাধ্যমে অধিকতর প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আরও জোরদার হবে.....

২২/১১/২০১৫

মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র।

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮০-২-৯৫৬৮১০১-২, +৮৮০-২-৯৫৬১৫২৫, ফ্যাক্স : +৮৮০-২-৯৫৬৩৭২১, ই-মেইল : secbd@bdmail.net, ওয়েব : www.secbd.org, www.sec.gov.bd